দৈনিক বাংলা

মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবুল কাশেম

জনাব আবুল কাশেম ১৯৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারী কুমিল্লার পালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ আবদুল গনি। তিনি ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমকম ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্র জীবনে তিনি ১৯৬২-৬৩ সালে কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি ১৯৬৫-৬৬ সালে ছাত্রলীগের ফজলুল হক হল শাখারও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

জনাব কাশেম স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক ছিলেন।

১৯৭২ সালে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৭৫ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত একই সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। ১৯৭৭ সালে তিনি কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

জনাব আবুল কাশেম ১৯৭৮ সালে বিএনপি জাগোদলে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং জাতীয়তাবাদী যুবদলের আহ্বায়ক। গত সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয় সংসদের ঢাকা-১৬ আসন থেকে নির্বাচিত হন।

জনাব কাশেম বিবাহিত। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে তিনি ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান সফর করেন।

এম কে সিদ্দিকী

মরহুম আবুল মনসুর লুতফে আহমদ সিদ্দিকীর পুত্র জনাব আবুল হাসনাত লুতফুল কবীর সিদ্দিকী ১৯৩৯ সালের ১৫ই এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডের দক্ষিণ রহমতনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬১ থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন।

জনাব সিদ্দিকী ১৯৬৬ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত লিবিয়ায় স্বল্প ব্যয়ের গৃহনির্মাণের জন্য জাতিসংঘের একটি দলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন।

১৯৭৯ সালে তিনি বিএনপি প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড মীরেরসরাই নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চট্টগ্রাম জেলা কৃষি কমিটি, চট্টগ্রাম নগর মেট্রোপলিটন কমিটির সদস্য এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বিএনপি শ্রম উপদেষ্টা কমিটিরও সদস্য।

জনাব সিদ্দিকী ১৯৮০ সালে

পরিচিতি

(৭-এর পৃঃ পর)

জাতিসংঘের ৩৪তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

জনাব সিদ্দিকী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের আজীবন ফেলো। ১৯৭৩ সালে তিনি লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রকৌশল সম্মেলনে, ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্কে বিশ্ব প্রকৌশল সংস্থা ফেডারেশনের ৪র্থ সাধারণ সম্মেলনে, ১৯৭৩ ও ৭৫ সালে ভারতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ৫৩তম ও ৫৫তম বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল, বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ সমিতি, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক সমিতি এবং চট্টগ্রাম রোটারী ক্লাবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।